ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 1 ● Issue - 41 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ১৯৭ ● কলকাতা ● ০৪ শ্রাবণ, ১৪৩২ ● সোমবার ● ২১ জুলাই ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

পর্ব 6

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

চল্লিশ বৎসর তাঁর প্রতীক্ষা করছিলেন। পরের দিন শিববাবা জশ্বরীয় শক্তি স্বামীজীর মধ্যে সংক্রামিত করেন এবং বলেন যে ভবিষ্যতে তাঁর কর্মক্ষেত্র হবে গুজরাত। শিববাবার আশ্বাস বচনে এত জোর ছিল যে স্বামীজীর বিশ্বাস হয়ে গিয়েছিল যে তাঁর কথা সত্য প্রমাণিত হবে। শিববাবা তার শক্তি সংক্রামিত করেছেন এই অনুভূতি তার হয়েছে। কিন্তু ঐ শক্তিকে আত্মত্ব করে তা ক্রিয়াম্বিত করার জন্য ক্ষমতার দরকার ছিল। কারণ কোনও সংবেদনা বা চৈতন্যশক্তির প্রত্যক্ষ অনুভূতি হয়নি। তখন তিনি ধ্যানে নিজের চিত্ত ভিতরের দিকে কেন্দ্রিত করেন। স্বামীজীর পরমাত্মাকে বাইরে খোঁজা এই ভাবে শেষ হয়।

তাঁর সাধারণ-জীবন চলছিল। তাঁর বিয়ে হয়ে গেল এবং তাঁর সুযোগ্য জীবনসাথী মিলল। তাঁর ধর্মপত্নী- গুরুমা তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য প্রাপ্ত করার জন্য প্রেরণাদায়ী এবং তাঁর আধ্যাত্মিক সফরে সহায়ক সিদ্ধ হলেন। একদিন ব্রহ্মানন্দ স্বামী স্বামীজীর ঘরে এলেন, তখনই সঠিক অর্থে তাঁর আধ্যাত্মিক সফর শুরু হল। স্বামীজীর ভিতরের ঈশ্বরীয় শক্তিকে তিনি জানলেন। এই তরুণী পত্নী যার এক ছোট বাচ্চা ছিল তাকে ব্রহ্মানন্দ স্বামী বোঝালেন এবং বললেন, তোমার পতির জন্ম উচ্চ উদ্দেশ্যে হয়েছে, সাধারণ জীবন যাপনের জন্য নয়, তাঁর হাত থেকে মহান কাজ হবে। সে এক অনুপম অতুলনীয় চৈতন্যশক্তির মাধ্যম হবে আর লক্ষ লক্ষ সাধকদের রাস্তা দেখাবে। একে আমার সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার সম্মতি দাও এরকম গুরুমার কাছে ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। তাঁর কথায় এত চৈতন্য ছিল যে গুরুমার বিশ্বাস হয়ে গেল আর তিনি এই কথা মেনে নিলেন। এইভাবে গুরুদেবের সঙ্গে স্বামীজীর আধ্যাত্মিক যাত্রা শুরু হয়ে গেল। তবুও গুরুমা এক শর্ত রাখলেন যে যে জ্ঞান পাওয়ার জন্য স্বামীজী যাচ্ছেন সেই

বাণিজ্য চুক্তির লক্ষ্যে এবার ব্রিটেনে মোদি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

আগামী ২৩ থেকে ২৬ জুলাই ব্রিটেন ও মালদ্বীপ সফরে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তাঁর এই দ্বিদেশীয় সফরকে কূটনৈতিকভাবে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। সফরের মূল লক্ষ্য দুই দেশের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক জোরদার করা, যার মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য চুক্তি ও রাজনৈতিক আলোচনার সূত্রপাত হবে।

প্রেসিডেন্ট মুইজ্জু ২০২৪ সালের অক্টোবরে নির্বাচনের পর ভারত সফর করে সম্পর্ক মেরামতের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। সেই পদক্ষেপেরই প্রতিফলন এবং সম্প্রসারণ ঘটবে প্রধানমন্ত্রী মোদির এই সফরের মাধ্যমে। দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক মজবুত করার পাশাপাশি আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা ও ভারতের কৌশলগত স্বার্থ রক্ষার দিকেও গুরুত্ব দেবে এই সফর।

সফরের প্রথম পর্বে ২৩ ও ২৪ জুলাই প্রধানমন্ত্রী মোদি যাবেন ব্রিটেনে। সেখানে ভারত ও ব্রিটেনের মধ্যে বহু প্রতীক্ষিত মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) স্বাক্ষরিত হবে। এই চুক্তির ফলে ভারতের ৯৯ শতাংশ রপ্তানি পণ্যের উপর থেকে শুল্ক হ্রাস পাবে, একই সঙ্গে ব্রিটেন থেকে হুইস্কি ও গাড়ির মতো পণ্যের

এরপর ৩ পাতায়

সুন্দরবনের দোরগোড়ায় আতঙ্ক —স্থায়ী সমাধানে 'স্টিল ফেন্স'-এর পথে বনদফতর!

নুরসেলিম লস্কর, কুলতলি

জলে কুমির আর ডাঙায় বাঘ! এ অধ্যায় সুন্দরবনের মানুষের জীবন সংগ্রামের দীর্ঘদিনের সঙ্গী ! কিন্তু সুন্দরবনের বাসিন্দাদের এই সংগ্রাম থেকে দীর্ঘমেয়াদী মুক্তির পথে হাঁটতে চলেছে বনদপ্তর ! চলতি শীতের মরসুম থেকে শুরু করে এখনো পর্যন্ত অন্তত ৩৮ বার লোকালয়ে ঢুকে পড়েছে দক্ষিণী রায় অর্থাৎ রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার। কোথাও ধানখেতে, কোথাও সবজির জমিতে, কোথাও আবার প্রকাশ্যে লোকালয়ে সাধারণ মানুষের চলাচলের রাস্তায়! দক্ষিণী রায়ের রক্ত হিম করা এই অনুপ্রবেশে কার্যত ঘুম উড়েছে কুলতলি, মৈপিঠ, নগেনাবাদ, দেউলবাড়ি, ভুবনেশ্বরী–সহ একাধিক গ্রামের বাসিন্দাদের। একদিকে বাঘ, অন্যদিকে নাইলনের জাল—জীবন যেন প্রতিনিয়ত 'ঝুঁকির খাঁচায়' বন্দি।

স্থানীয় বাসিন্দারা বলছেন, জঙ্গল ঘেঁষা প্রায় ৪৬ কিলোমিটার নাইলনের জাল বসানো হলেও তা কার্যত অকার্যকর হয়ে পড়েছে। লবণাক্ত জোয়ারের জল, গ্রীষ্মের দাবদাহ, বর্ষার জলস্রোত আর ঝড়ের দাপটে ওই জাল দ্রুত ক্ষতিগ্রস্ত হয়। উপরন্তু, কাঁকড়া ধরতে যাওয়া মৎস্যজীবীদের নৌকা চলাচলের জন্য বহু জায়গায় ইচ্ছাকৃতভাবে জাল কেটে ফেলা হয়—ফেরার পথে তা আর কেউ মেরামত করেন না। এইসব 'ছিদ্র' দিয়েই দিব্যি লোকালয়ে ঢুকে পড়ে বাঘ।" আর এই লোকালয়ে ঢুকে পড়া বাঘ গুলিকে বনদফতরের পক্ষ থেকে তিনবার ধরাও হয়েছে খাঁচায়, কিন্তু তাতে আতঙ্ক কমেনি । কারণ এই অনুপ্রবেশ এখন আর ব্যতিক্রম নয়—এ এক নিয়মিত সংকট। আর এই ক্রমবর্ধমান বিপদের মুখে এবার 'গেম চেঞ্জার' সিদ্ধান্ত নিয়েছে বনদফতর ও সুন্দরবন টাইগার রিজার্ভ (STR)। নাইলনের বদলে সুন্দরবনের জঙ্গল ঘেঁষা এলাকায় এবার বসানো হবে স্টিলের জাল। প্রাথমিকভাবে ১০০ কিলোমিটার জুড়ে এই স্টিল ফেন্সিং বসানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে বলে সূত্রের খবর।

বনদফতরের এক শীর্ষ কর্তা জানিয়েছেন, "নাইলন নয়, এবার শক্তপোক্ত স্টিলের জাল। কাটা যাবে না, ক্ষয়ে যাবে না, সহজে নষ্টও হবে না। এর ফলে বাঘের অনুপ্রবেশ অনেকটাই রুখে দেওয়া যাবে।" সেই সঙ্গে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে রায়দিঘি রেঞ্জের কুলতলি ব্লককে, কারণ এখানেই বাঘের হানার সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। তাই প্রথম পর্যায়ে এই কুলতলি এলাকার ৪৬ কিলোমিটার জঙ্গল সীমান্তে স্টিল ফেন্সিং বসানোর কাজ শুরু হবে। যার ফলে আর বাঘের সঙ্গে সহাবস্থান নয়, এবার নিরাপত্তার দেওয়াল গড়বে 'লোহা' ! এই আশায় বুক বাঁধছে সুন্দরবনের বাসিন্দারা ! আর এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে শুধু আতঙ্ক নয়, সুন্দরবনের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে জেগে উঠবে স্বস্তির নিঃশ্বাস। মানুষের জীবন ও বন্যপ্রাণ—দু'য়েরই সহাবস্থান নিশ্চিত করতেই এই সাহসী পদক্ষেপ নিচ্ছে বনবিভাগ। যা শুধু একটি স্টিলের জাল হিসাবে গণ্য হবে না, যে জাল বদলে দিতে পারে সুন্দরবনের গ্রামীণ জনজীবনের গতিপথ—এটাই এখন আশার আলো।

মেয়ে' পরিচয়ে বাংলাদেশি যুবতীকে আশ্রয়! পুলিশের জালে 'মা-মেয়ে'

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বাংলাদেশি যুবতীকে জাল নথি বানিয়ে 'মেয়ে' পরিচয়ে রেখেছিল স্বামী-স্ত্রী। উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার তেতুলিয়া গ্রামে জাল নথিপত্র বানিয়ে এক বাংলাদেশি যুবতীকে আশ্রয় দেওয়ার অভিযোগে এবার গ্রেফতার দু'জন। 'বাবা' পালিয়ে গেলেও হাতেনাতে ধরা পড়ল 'মা' ও 'মেয়ে'।এই ঘটনার পর ফের একবার প্রশ্ন উঠছে সীমান্ত নিরাপত্তা নিয়ে। কীভাবে নজরদারির ফাঁক গলে এই ধরনের অনুপ্রবেশ সম্ভব? স্থানীয় প্রশাসন ও বিএসএফকেও তদন্তে যুক্ত করা হতে পারে বলে জানা গেছে । সব মিলিয়ে বসিরহাটের তেতুলিয়ায় এই ঘটনা ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। স্থানীয়দের প্রশ্ন, আর কে কে এভাবে গা ঢাকা দিয়ে বসবাস করছে সীমান্ত এলাকায়?দীর্ঘদিন ধরে এক অজ্ঞাতপরিচয় যুবতীকে আশ্রয় দিয়ে রেখেছিল তেতুলিয়া গ্রামের বাসিন্দা বিশ্বনাথ শিকদার ও তাঁর স্ত্রী শ্যামলী শিকদার। মেয়েটির নাম চুমকি বলে জানালেও, তার পরিচয় ঘিরে ছিল একাধিক প্রশ্ন। স্থানীয় বাসিন্দারা বিষয়টি নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেন। পুলিশের কাছেও জমা পড়েছিল

এরপর ৩ পাতায়

(১ম পাতার পর)

বাণিজ্য চুক্তির লক্ষ্যে এবার ব্রিটেনে মোদি

আমদানি সহজতর হবে। দীর্ঘ তিন বছর ধরে চলা কঠিন আলোচনার ফলাফল এই চুক্তি। যার মাধ্যমে উভয় দেশের বাজারে প্রবেশাধিকারের পথ সুগম হবে এবং একটি উন্নততর বাণিজ্য পরিবেশ সৃষ্টি হবে বলে দাবি কেন্দ্রের। ভারত-ব্রিটেন এই চুক্তি কেবল অর্থনৈতিক সম্পর্ক নয়, নিরাপত্তা সহযোগিতাকেও আরও গভীর করবে বলে মনে করা হচ্ছে। দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের ব্যাপকতা বৃদ্ধি পাবে এবং উভয় দেশ আরও বিস্তৃত অর্থনৈতিক অংশীদারিত্বের পথে এগোবে। এরপর সফরের দ্বিতীয় পর্বে প্রধানমন্ত্রী মোদি ২৫ ও ২৬ জুলাই মালদ্বীপে থাকবেন। সেখানে তিনি দেশটির ৬০তম জাতীয় দিবসের প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকবেন। প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ মুইজ্জুর শাসনকালে এটি প্রধানমন্ত্রী মোদির প্রথম মালদ্বীপ সফর এবং ২০১৯ সালের জুনের পর তাঁর প্রথম দ্বিপাক্ষিক সফরও বটে। সম্প্রতি 'ইন্ডিয়া আউট' আন্দোলন ও মালদ্বীপ সরকারের চিনপন্থী অবস্থানের কারণে ভারত-মালদ্বীপ সম্পর্ক কিছুটা চাপের মধ্যে ছিল। সেই প্রেক্ষিতে এই সফরকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। এই সফরের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী মোদি মালদ্বীপের সঙ্গে আস্থা পুনর্গঠন, পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি এবং ভারত মহাসাগর অঞ্চলে ভারতের 'প্রতিবেশী প্রথম' নীতিকে পুনরায় জোরদার করার চেষ্টা করবেন।

(২ পাতার পর)

মেয়ে' পরিচয়ে বাংলাদেশি যুবতীকে আশ্রয়! পুলিশের জালে 'মা-মেয়ে'

বেশ কয়েকটি অভিযোগ। তারপরই তদন্ত শুরু করে পুলিশ।

তদন্ত উঠে আসে চাঞ্চল্যকর তথ্য। জানা যায়, চুমকি বাংলাদেশের নড়াইল এলাকার সীমান্ত পার করে এদেশে প্রবেশ করে। তারপর থেকেই শ্যামলী ও বিশ্বনাথ তাকে নিজেদের মেয়ের পরিচয় দিয়ে আশ্রয় দেন এবং অবৈধভাবে জাল নথিপত্র তৈরি করে বসবাসের ব্যবস্থা করেন।

শনিবার ভোরে পুলিশ হানা দেয় তেতুলিয়ায় শ্যামলী শিকদারের বাড়িতে। গ্রেফতার করা হয় শ্যামলী ও অবৈধ বাংলাদেশি যুবতী চুমকিকে। তাঁদের বসিরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হয়। পুলিশ সূত্রে খবর, অভিযুক্ত স্বামী বিশ্বনাথ শিকদার পলাতক। তাকেও শীঘ্রই গ্রেফতার করা হবে বলে জানানো হয়েছে।

তদন্তকারীদের সন্দেহ, এই ঘটনার পিছনে রয়েছে বৃহৎ চক্র। কীভাবে সীমান্ত অতিক্রম করে একজন বাংলাদেশি যুবতী এত সহজে এদেশে আশ্রয় পেল? কে বা কারা তাকে সাহায্য করল জাল ভোটার কার্ড বা আধার কার্ড বানাতে? তদন্তে নেমে পুলিশ এখন সেই দিকেই নজর দিচ্ছে।

মমতার নির্দেশ বাদল অধিবেশনে সোচ্চার হতে চলেছে ইন্ডিয়া জোট

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

কলকাতা:- বিহারে ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ শুরু হওয়ার পরপরই সোচ্চার হোন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূল সূত্রের খবর, বিরোধী নেতৃত্বের বিরুদ্ধে যেভাবে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলিকে ব্যবহার করা হচ্ছে তা নিয়েও ইন্ডিয়া জোট সরব হবে বলে জানা গিয়েছে। ভোটার তালিকা সংশোধন নিয়ে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে প্রথম সোচ্চার হন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিহারের পর বাংলায় এই সংশোধনের মধ্য দিয়ে রাজ্যের ন্যায্য ভোটারদের তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছে। বহু মানুষকে বাংলাদেশি বলে দাগিয়ে দেওয়া হতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী। এবার সংসদের বাদল

এরপর ৬ পাতায়

ধর্মতলা ২১ জুলাই শহীদ দিবসের প্রস্তুতি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

কলকাতা:- প্রতি বছর ২১ জুলাই মানেই তৃণমূলের কংগ্রেসের নেতা কর্মীদের নতুন শপথ, নতুন উতেজনা আর এবছর ২১ জুলাই বেজে যাবে ২০২৬ নির্বাচনের বাজনা। ২১ জুলাই—তৃণমূল কংগ্রেসের শহিদ স্মরণ দিবস। আর সেই উপলক্ষে ধর্মতলায় তৈরি হচ্ছে বিশাল মঞ্চ। 'অমর একুশে জুলাই'-এর ডাক দিয়ে শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে তৃণমূল কংগ্রেসের ঐতিহ্যবাহী 'ধর্মতলা চলো' কর্মসূচি আয়োজনের প্রস্তুতি চলছে যুদ্ধকালীন তৎপরতায়। প্রধান বক্তা থাকছেন দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ধর্মতলার প্রাণকেন্দ্রে তৈরি হচ্ছে তিন স্তরের মূল মঞ্চ। নীচের লোহার স্ট্রাকচারের কাজ শেষ হয়ে গেছে, এখন তার উপর তেরঙা কাপড়ে সজ্জিত হচ্ছে মঞ্চ। ডানদিকে রাখা হচ্ছে বক্তব্য রাখার বিশেষ পডিয়াম। মঞ্চে থাকবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়াও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ তৃণমূলের প্রথম সারির নেতৃত্ব ও একাধিক জনপ্রিয় সেলিব্রিটি। সাম্প্রতিক নিরাপত্তা পরিস্থিতি মাথায় রেখে মঞ্চের চারপাশ ঘেরা হয়েছে গার্ডরেল দিয়ে, লাগানো হয়েছে সিসিটিভি ক্যামেরা।

এরপর ৬ পাতায়

সম্পাদকীয়

শাসকদলের ৪ নেতা-কর্মী খুন, 'মারছে তৃণমূল, মরছে তৃণমূল

সাঁইথিয়ার পর মল্লারপুর। মাত্র এক সপ্তাহের ব্যবধানে ফের রক্তাক্ত বীরভূম। বোমার আঘাতে প্রাণ গেল তৃণমূল নেতা তথা ময়ূরেশ্বর ১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন কর্মাধ্যক্ষ বায়তুল্লা শেখের। চায়ের দোকান থেকে ফেরার সময় তাঁকে লক্ষ্য করে বোমা ছোড়া হয় বলে অভিযোগ। পরিবারের দাবি, এক বছর আগে থেকেই তাঁকে খুনের ষড়যন্ত্র চলছিল।যদিও পর পর দলের নেতা-কর্মীদের খুনের ঘটনা বিরোধীদেরই নিশানা করছে তৃণমূল। ময়ূরেশ্বরের তৃণমূল বিধায়ক অভিজিৎ রায় বলেন, 'সিপিএম-এর কিছু হার্মাদ, দুষ্কৃতী, তারা বায়তুল্লার উপর হামলা করেছে, বোমা মেরেছে। রাজনৈতিক ভাবে পরাস্ত ওরা। বায়তুল্লাকে সরাতে না পারলে ওদের কাজ হচ্ছিল না।'

রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনে আর মাত্র কয়েক মাস বাকি। তার আগে পর পর তৃণমূলের নেতা-কর্মীদের খুনের ঘটনায় রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। নির্বাচন যত এগিয়ে আসবে, ততই হানাহানি বাড়বে কিনা, বাড়ছে আশঙ্কাও।আগে সেই চক্রান্তের কথা জেনে যাওয়ায় প্রাণে বেঁচে গিয়েছিলেন। তবে এবার আর শেষরক্ষা হল না।

শনিবার তিন তৃণমূল কর্মীর সঙ্গে মল্লারপুরের বিশিয়া গ্রাম থেকে ফিরছিলেন বায়তুল্লা। সেই সময় তাঁদের লক্ষ্য করে বোমা ছোড়া হয়। বায়তুল্লা-সহ সকলেই বোমার আঘাতে আহত হন। রামপুরহাট হাসপাতালে নিয়ে গেলে বায়তুল্লাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। বাকি তিন জন এখনও চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

এই ঘটনায় নড়েচড়ে বসেছে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল। কারণ গত ১০ দিনে তিন জেলায় এই নিয়ে তাদের চার নেতা-কর্মী খুন হলেন। গত ১০ জুলাই দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙড়ে খুন হন তৃণমূলের রাজ্জাক খান। সেই ঘটনায় যে সাত জনকে গ্রেফতার করা হয়, তাঁদের মধ্যে দু'জন তৃণমূল কর্মী। আবার ওই রাতেই মালদার ইংরেজবাজারে জন্মদিনের পার্টিতে খুন হন তৃণমূল নেতা আবুল কালাম আজাদ। তৃণমূলের এক নেতাই তাঁকে কুপিয়ে খুন করেন বলে অভিযোগ।

এর পর, গত ১২ জুলাই খুন হন বীরভূমের সাঁইথিয়ার শ্রীনিধিপুরের তৃণমূল অঞ্চল সভাপতি পীযূস ঘোষ। মাঝ রাতে গুলি করে খুন করা হয় তাঁকে। ভোরে রাস্তা থেকে উদ্ধার হয় গুলিবিদ্ধ দেহ। আর তাতেই নয়া সংযোজন মল্লারপুরে বায়তুল্লাকে খুনের ঘটনা। পর পর তৃণমূল নেতা-কর্মীদের এভাবে খুন হওয়ার নেপথ্যে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব রয়েছে বলে অভিযোগ করছে বিরোধী দলগুলি। জোড়াফুল নেতৃত্ব সেই অভিযোগ মানতে নারাজ।

বীরভূম সাংগঠনিক জেলা বিজেপি সভাপতি ধ্রুব সাহা বলেন, 'এ তো সবে সকাল। এখনও সারা দিন বাকি আছে। তৃণমূল মারছে, মরছে তৃণমূল। পশ্চিমবঙ্গ এগিয়ে। উন্নয়ন চলছে।' বীরভূমে সিপিএম-এর জেলা সম্পাদক গৌতম ঘোষ বলেন, 'ওদের লড়াই মানে হচ্ছে বখরার লড়াই। একদম উপর থেকে নীচ পর্যন্ত। উপরে বোঝাপড়া করে শান্ত থাকে। নীচের তলায় তো তা করা যায় না। ফলে নীচের তলায় পর পর খুন হচ্ছে।'

মাতৃ স্বপ্নাদেশে তৈরি হয়েছিল আদ্যাপীঠ

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(নবম পর্ব)

আবার, তবে, আদ্যপীঠ মন্দিরটি সম্প্রদায় বা ধর্মের সীমানা মুছে দেয়, প্রকাশ করে যে ঈশ্বর এক।

মন্দিরটি এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যে যখনই দরজা খোলা হয় তখন বেদীটি সম্পূর্ণরূপে দৃশ্যমান হয়। হাজার হাজার তীর্থযাত্রী এবং দর্শনার্থী প্রতিদিন উপাসনা, প্রার্থনা, দর্শনের অভিজ্ঞতা এবং প্রসাদ গ্রহণের জন্য একত্রিত হন। নিকটবর্তী নাটমন্দিরে (মিউজিক হল) প্রতিদিন ধর্মীয় গান ও বক্তৃতা অনুষ্ঠিত হয়। আদ্যপীঠকে শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গেই নয়, সীমান্তের বাইরেও পবিত্রতম স্থানগুলির মধ্যে একটি হিসাবে বিবেচনা করা হয়। প্রতিদিনের পূজা

প্রতিদিনের পূজা সনাতন পদ্ধতিতে করা হয়। মূর্তিদের স্নেহের সাথে স্নান করানো হয় এবং পোশাক পরানো হয়, তারপর ফুল, চন্দন পেস্ট, ধূপ এবং খাবার দেওয়া হয়। অন্নদা ঠাকুরকে স্বপ্নে শ্রীরামকৃষ্ণের দ্বারা অন্নদা ঠাকুরের নির্দেশিত খাবারের প্রকার ও পরিমাণ নির্দেশ করা হয়েছিল এবং এই নির্দেশগুলি আজও কঠোরভাবে

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

আজ শ্রাবণ মাসের প্রথম সোমবার, মহাদেবের কৃপা পেতে ঢল নামে লাখো ভক্তরের

সুদীপ চন্দ্র হালদার
সাহিত্যিক ও গবেষক

ঋতু পরিক্রমায়, বারো মাসের চক্রাকার আবর্তনে এসেছে শ্রাবণ মাস। নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ুতে বর্ষাকাল আনে নতুনত্ব, দৃশ্যমান হয় প্রকৃতির সত্যিকার পরিবর্তন। আর, শ্রাবণ মাস এলেই নয়া ভাবে জেগে ওঠে আধুনিক ইতিহাসের অতীত পবিত্র কাশী নগরী। মহাদেবের কৃপা পেতে ঢল নামে লাখো ভক্তের। বিশ্বনাথ দর্শনে পড়ে বিরাট লাইন। ভক্তমনের বিশ্বাস-বিশ্বনাথের প্রিয় দিন সোমবার। বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা অনুযায়ী, আজ শ্রাবণ মাসের প্রথম সোমবার। চারিদিকে যেন এক পবিত্রতম উৎসবের আমেজ।

মহাভারতের দ্রোণপর্বে ব্যাসদেব উল্লেখ করেছেন- তিনি নিরাকার হয়েও সমস্ত দেবতার আকার ধারন করেন। সব দেবতা তাঁর স্তুতি করেন। তিনি এক, তিনিই বহু। মহাভারতে ব্যাসদেবের এই উচ্চারণ যেন পবিত্র বেদমাতার বাণীর অনুরণন। ব্রহ্মা যাঁকে আখ্যা দিয়েছেন-

এরপর ৫ পাতায়

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

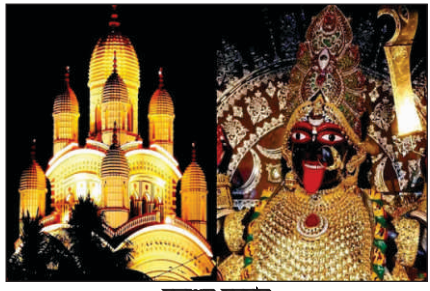

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

অর্থাৎ আজকাল কার্তিকের অমাবস্যার রাত্রিতে কালীর যে মূর্তি পূজা করা হয়, প্রায় সেই প্রতিরূপেরই বর্ণনা দেওয়া হয়েছে ত্রয়োদশ শতাব্দীর বইটিতে। এই বইটিতে কালীর এই পূজা কোজাগরী পূর্ণিমার পরবর্তী (অর্থাৎ কার্তিকের) অমাবস্যার রাত্রিতে অনুষ্ঠানের যোগ্য বলে বলা হয়েছে। **ক্রমশঃ**

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

(৪ পাতার পর)

আজ শ্রাবণ মাসের প্রথম সোমবার, মহাদেবের কৃপা পেতে ঢল নামে লাখো ভক্তরের

সকলের উৎপন্নকারী মহেশ্বর বলে-তাঁর অনুগ্রহ প্রাপ্তি সৃষ্টির কোন প্রাণী চান না! তাইতো, দলে দলে ভক্তরা শ্রাবণ মাসে আসেন মহাদেব মহেশ্বরের দয়া ভিক্ষা করতে। মহামতি ব্যাসদেবের সেই শ্বাশত বাণী-যে ব্যক্তি ভগবান শংকরের সর্বময় রূপ জেনে শিব লিঙ্গে তাঁর পূজা করে, সে সনাতন শাস্ত্রজ্ঞান ও আত্মজ্ঞান লাভ করে-যে ব্যক্তি শিব লিঙ্গকে সর্বভূতময় জেনে তাঁকে অর্চনা করে, তাঁকে ভগবান শংকর কৃপা করেন-ধারন করেই দূর দূরান্ত থেকে পাড়ি জমান এই কাশী নগরীতে। শরীরে ক্লান্তির ছাপ থাকলেও মুখে ফুটে ওঠে এক স্বর্গীয় সুষমাময় আনন্দের ঝলক, বিশ্বনাথ দর্শনের প্রশান্তি।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে বর্নিত রয়েছে-

'যদাহতমস্তন্ন দিবা না রাত্রির্নসন্ন চাসচ্ছিব এব কেবলঃ।'

যখন আলো ছিল না, অন্ধকারও ছিল না; দিন ছিল না, রাত্রিও ছিল না; সৎ ছিল না, অসৎ ছিল না-তখন কেবল মাত্র পরমেশ্বর ভগবান শিবই ছিলেন।

পুনরায়, জ্ঞান সংহিতাতে উল্লেখ রয়েছে সৃষ্টির আদিতে ভগবান শিব (পরম সত্ত্বা) বিষ্ণুকে বলেছেন-

'অহং ভবানয়ঞ্চৈব রুদ্রোহয়ং যো ভবিষ্যতি।

একং রূপং ন ভেদোহস্তি ভেদে চ বন্ধনং ভবেৎ।

তথাপীহ মদীয়ং শিবরূপং সনাতনম।

মূলভুতং সদা প্রোক্তং সত্যং জ্ঞান মনন্তকম।।'

আমি [শিব(পরম সত্ত্বা/পরম ব্রহ্ম)]-তুমি(বিষ্ণু), এই ব্রহ্মা ও রুদ্র(শিব) নামে যিনি উৎপন্ন হবেন, এই সকলেই এক। এদের মধ্যে কোন ভেদ নেই, ভেদ থাকলে বন্ধন হত। তথাপি, আমার শিবরূপ আদি ও সকলের মূল স্বরূপ বলে কথিত হয়, যা জ্ঞান ও অনন্ত স্বরূপ।।

যজুর্বেদে উল্লেখ রয়েছে তাঁর নিকট আত্মসমর্পণের সেই অমিয় বাণী-

'ওঁ নমঃ শিবায় শান্তায় কারনত্রয় হেতবে।

নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বং গতি পরমেশ্বর।।'

অর্থাৎ, সৃষ্টি স্থিতি ও লয় এই তিন কারনের কারন শান্ত শিবকে [পরমেশ্বর/পরমব্রহ্ম/পরমাত্মা; রুদ্র নয়] নমস্কার। হে পরমেশ্বর আমি আমার আত্মাকে তোমার কাছে সমর্পন করলাম, এখন তুমিই আমার একমাত্র গতি।

মহাভারতে ব্যাসদেব শিব শব্দের অর্থ করেছেন কল্যাণ; তাঁর সকল সৃষ্টির কল্যাণ চান, তাই তিনি শিব। একদা বিষ্ণু পরমেশ্বর ভগবানকে বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন-হে মহেশ্বর, আমরা সমস্ত সৃষ্টি কৃতাঞ্জলি হয়ে যাঁর উপাসনা করি, সেই আপনি আবার কার নাম জপ করছেন, কাকে ধ্যান করছেন। উত্তরে সচ্চিদানন্দ পরমব্রহ্ম বললেন-হে গোবিন্দ, হে হরি নারায়ণ! আমি কেউকে প্রণাম করছি না, কেউকে ধ্যান বা পূজা করছি না। শুধুমাত্রই সৃষ্টির সকলকে পুন্যকর্মে প্রবৃত্তি জাগানোর নিমিত্তে এসব করছি।[পদ্মপুরাণ, পাতালখন্ড]

তাইতো, মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণ আশ্চার্যন্বিত হয়ে বলেছেন-পরমেশ্বর শিবের মাহাত্ম্য যথাযথ বুঝতে কেহ সমর্থ নয়!

শ্রীকৃষ্ণ শিব-স্তুতি করে বলেছেনঃ

নমোহস্ত তে শাশ্বত! সর্ব্বযোনে!
ব্রহ্মাধিপং ত্বামৃষয়ো বদন্তি।
তপশ্চ সত্ত্বঞ্চ রজস্তমশ্চ ত্বামেব সত্যঞ্চ বদন্তি সন্তঃ।।

মহানাত্মা মতিব্রহ্মা বিশ্বঃ শম্ভুঃ স্বয়ম্ভু বঃ।
বুদ্ধি প্রজ্ঞোপলব্ধিশ্চিৎ সংবিৎ খ্যাতিধৃতিঃ স্মৃতিঃ।।

যত্ত্বাং ধ্রুবং বেদয়তে গুহাশয়ং প্রভুং পুরাণং পুরুষঞ্চ বিগ্রহম।
হিরন্ময়ং বুদ্ধিমতাং পরাং গতিং স বুদ্ধিমান বুদ্ধিমতীত্য তিষ্ঠতি।।

হে সকলের কারণভূত সনাতন পরমেশ্বর! আপনাকে নমস্কার, ঋষিগণ আপনাকে ব্রহ্মার অধীশ্বর বলেন এবং সাধুগণ আপনাকে তপ, সত্ত্ব, রজ, তম ও সত্য বলিয়া থাকেন।

হে ভগবান! আপনি মহান আত্মা, বুদ্ধি, ব্রহ্মা, বিশ্বব্যাপী শম্ভু, *স্বয়ম্ভু*। আপনি প্রজ্ঞা, উপলব্ধি, প্রতিজ্ঞা, যশ, ধৈর্য্য ও স্মৃতি এই সকলও।

হে মহাদেব! যিনি আপনাকে হৃদয়স্থিত, আত্মা, প্রভু, পুরাণপুরুষ, মূর্ত্তিমান পরব্রহ্ম ও জ্ঞানিগণের পরম গতি বলে নিশ্চিতভাবে জানেন, সেই জ্ঞানী ব্যক্তি লৌকিক বুদ্ধি অতিক্রম করে থাকেন।

সাকার উপাসনার শ্রেষ্ঠতম সত্ত্বা আদিদেব মহেশ্বর এবং আদিশক্তিময় মহালক্ষ্মী, মহাসরস্বতী ও মহাকালীর বিভিন্ন রূপ এক ও অভিন্ন, এক সনাতন অদ্বৈত সত্ত্বা। অনন্ত কৃপালু তিনি। তাঁর শরণাগত হলেই জীবন হয়ে ওঠে অমিয় আনন্দময়।

পরমেশ্বর ভগবান শিবের প্রিয় দিন সোমবার কল্যাণময় হোক। অনন্তচৈতন্যময় ভগবানের কৃপা বর্ষিত হোক সৃষ্টির সকল প্রাণীর ওপর।

আপাতকালীন পরিষেবা তালিকাসূচী

Emergency Contacts
Ambulance - 102
Ambulance (Randhumahal Club) - 9735697689
Child Line – 112
Canning PS - 03218-255221
FIRE - 9064495235

Contacts of Hospital, Nursing Home & Doctors
Canning S.D Hospital - 03218-255352
Dipanjan Nursing Home - 03218-255691
Green View Nursing Home - 03218-255550
A.K.Moolal Nursing Home - 03218-315247
Binapani Nursing Home - 9732545652
Nazat Nursing Home, Taldi - 9143032199
Welcome Nursing Home - 9733593488
Dr. Bikash Sapui - 03218-255269
Dr. Biren Mondal - 03218-255247
Dr Arun Dulal Paul - 03218 - (Cham) 253219 (Re) 255548
Dr. Phani Bhusan Das - 03218 - 255364, (Cham) 255264
Dr. A.K. Bhartacherjee - 03218-255518
Dr. Lokenath Sa - 03218-255660

Administrative Contacts
SP Office - 033-24330010
SDO Office - 03218-255340
SDPO Office - 03218-285398
BDO Office - 03218-255205

Contacts of Railway Stations & Banks
Canning Railway Station - 03218-255275
SBI (Canning Town) - 03218-255216,255218
PNB (Canning Town) - 03218-255231
Mahila Co-operative Bank - 03218-255134
WB State Co-operative - 03218-255239
Bandhan Bank - Mob. No. 7596012991
Axix Bank - 03218-255352
Bank of Boroda, Canning - 03218-257888
ICICI Bank, Canning - 03218-255206
HDFC Bank, Canning Hos. More - 9088107808
Bank of India, Canning - 03218 - 245091

রাত্রিকালীন ঔষধ পরিষেবার তালিকাসূচী (ক্যানিং)

প্রতি মাসের এই তারিখে এই সমস্ত দোকান খোলা থাকবে

01 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	02 ভারত মেডিকেল হল	03 সপ্না মেডিকেল হল	04 ভারত মেডিক্যাল হল	05 ঘোষ মেডিকেল	06 ঔষধ ঘর
07 আরোগ্য মেডিক্যাল	08 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	09 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	10 জীবন জ্যোতি ফার্মেসী	11 সিনহা মেডিকেল হল	12 গোকুল ফার্মেসী
13 ঔষধ ঘর	14 সৌভিক ফার্মেসি	15 নির্মলা মেডিকেল হল	16 মাতৃ ফার্মেসী	17 ইউনিক ফার্মেসী	18 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি
19 ঘোষ মেডিকেল	20 সৌভিক ফার্মেসি	21 আরোগ্য মেডিকেল	22 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	23 শোভা মেডিকেল হল	24 প্রমিলা মেডিকেল কর্নার
25 সিনহা মেডিকেল হল	26 ঘোষ মেডিকেল	27 মাতৃ ফার্মেসী	28 সৌভিক ফার্মেসি	29 নির্মলা মেডিকেল হল	30 মাতৃ ফার্মেসী

সাইবার সতর্কতা

সাইবার জালিয়াতি প্রতিরোধের উপায়

ভেবে চিন্তে ক্লিক করুন
যেকোনো মেসেজ, ফোন কল বা ইমেল যা আপনাকে আপনার ব্যাঙ্ক একাউন্ট নম্বর, পাসওয়ার্ড, আধার নম্বর, সি.ভি.ভি নম্বর, ক্রেডিট/ডেবিট কার্ড নম্বরগুলি দেওয়ার জন্য প্ররোচিত করে, তা থেকে সাবধান হওয়া উচিৎ।

জটিল পাসওয়ার্ড ব্যবহার করুন
সমস্ত অ্যাপ এবং ওয়েবসাইটের জন্য আলাদা এবং জটিল পাসওয়ার্ড ব্যবহার করুন। পাসওয়ার্ড মাল্টি ফ্যাক্টর অথেনটিকেশন (MFA) -এর সাথে সুরক্ষিত রাখুন।

সফ্টওয়্যার আপডেট রাখুন
সুরক্ষিত থাকতে সর্বদা আপনার মোবাইল ফোন, ট্যাবলেট এবং ল্যাপটপের অপারেটিং সিস্টেম নিয়মিত আপডেট রাখুন।

Wi-Fi নিরাপত্তা
Wi-Fi সর্বদা পাসওয়ার্ড সুরক্ষিত রাখুন, এক্ষেত্রে WPA3 সক্ষম জটিল পাসওয়ার্ড ব্যবহার করুন। রাউটার ফার্মওয়্যার নিয়মিত আপডেট রাখুন।

সাইবার অপরাধ নথিভুক্ত করতে লগ অন করুন www.cybercrime.gov.in - এ অথবা আরও জানতে কল করুন ১৯৩০ নম্বরে

সতর্ক থাকুন, নিরাপদে থাকুন
সি.আই.ডি. পশ্চিমবঙ্গ

পহেলগাঁও হামলা কাণ্ডের সংগঠনকে 'জঙ্গি' সংগঠন স্বীকৃতি দিল আমেরিকা

বেবি চক্রবর্ত্তী

এটা এক অর্থে ভারতের বিরাট লাভ। অপারেশন সিঁদুরের পর বিশ্বের দোরগোড়ায় যেভাবে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ভারতের অবস্থান তুলে ধরেছিলেন প্রতিনিধিরা, তার ফল মিলল হাতেনাতে। পহেলগাঁও জঙ্গি হামলার পিছনে যুক্ত পাক জঙ্গিগোষ্ঠী দ্য রেজিস্ট্যান্স ফ্রন্ট, যা লস্কর-ই-তৈবার শাখা সংগঠন, তাকে বিদেশি জঙ্গি সংগঠনের অ্যাখ্যা দিল আমেরিকা। পহেলগাঁওয়ের জঙ্গি হামলা নাড়িয়ে দিয়েছিল গোটা দেশকে। গত ২২ এপ্রিল পহেলগাঁওয়ের বৈসরণ উপত্যকায় জঙ্গিরা বেছে বেছে হত্যালীলা চালায় পাকিস্তান থেকে আসা জঙ্গিরা। নৃশংসভাবে হত্যা করে ২৬ জনকে। এই হামলার বদলা নিতেই অপারেশন সিঁদুর চালিয়েছিল ভারত। পাক অধিকৃত কাশ্মীর ও পাকিস্তানে ঢুকে ৯টি জঙ্গিঘাঁটি গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। এরপরে দুই দেশের মধ্যে সংঘাত শুরু হয়। অপারেশন সিঁদুরের সাফল্য ও তার প্রয়োজনীয়তা নিয়েই বিশ্বের দোরগোড়ায় গিয়েছিল ভারতের প্রতিনিধি দল। সেই পদক্ষেপেরই সাফল্য আমেরিকার এই সিদ্ধান্ত। বৃহস্পতিবার মার্কিন স্টেট সেক্রেটারি মার্কো রুবিও বলেন, "ডিপার্টমেন্ট অব স্টেটের তরফে দ্য রেজিস্ট্যান্স ফ্রন্ট-কে বিদেশি জঙ্গি সংগঠন এবং আন্তর্জাতিক জঙ্গি হিসাবে চিহ্নিত করা হল।" পহেলগাঁও জঙ্গি হামলাকে ২০০৮ সালের মুম্বই হামলার পর ভারতের নাগরিকদের উপরে হওয়া অন্যতম ভয়ঙ্কর জঙ্গি হামলা বলে বর্ণনা করা হয়েছে আমেরিকার তরফে।

(৩ পাতার পর)

ধর্মতলা ২১ জুলাই শহীদ দিবসের প্রস্তুতি

যারা দূরে থাকবেন, তাঁদের জন্য বড় এলইডি স্ক্রিন রাখা হয়েছে, যাতে বক্তৃতা স্পষ্ট দেখা ও শোনা যায়। মাইক বসানো হয়েছে ধর্মতলা চত্বরে। একুশের পোস্টার আর ঝান্ডায় ঢেকে গেছে গোটা এলাকা। ধর্মতলার পাশের রেড রোডও বদলে গেছে একুশের রঙে। গার্ডরেল দিয়ে রাস্তা ভাগ করা হয়েছে, সেই রেলিং সাজানো হয়েছে তৃণমূলের পতাকায়। মনে পড়িয়ে দিচ্ছে কোনো জাতীয় দিবসের প্রস্তুতি। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হাজার হাজার কর্মী-সমর্থক ইতিমধ্যেই শহরের উদ্দেশে রওনা হয়েছেন।সোমবার সকাল থেকেই গোটা শহরের দৃষ্টি থাকবে একটাই দিকে—ধর্মতলা।

যানজট এরাতে কি করতে হবে নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট

বেবি চক্রবর্ত্তী: কলকাতা

একুশে জুলাই যান চলাচল নিয়ন্ত্রণের নির্দেশ দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট। হাইকোর্টের স্পষ্ট নির্দেশ ছিল সকাল ৯টা থেকে বেলা ১১টা পর্যন্ত কলকাতা শহরে যাতে কোনও যানজট না হয় তা সুনিশ্চিত করতে হবে পুলিশকে। আদালতের সেই নির্দেশ মেনেই একুশে জুলাই সকাল থেকেই শহরে যান নিয়ন্ত্রণ করা হবে বলে কলকাতা পুলিশ সূত্রে খবর।ইতিমধ্যেই লালবাজের তরফে যান নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত বিবৃতিও দেওয়া হয়েছে। আদালতের নির্দেশ মেনেই দেওয়া হয়েছে এই যান নিয়ন্ত্রণের বিজ্ঞপ্তি।

একুশে জুলাই ভোর ৪টে থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত থাকবে বিধিনিষেধ বেশ কিছু রাস্তায়। আর্মহার্স্ট স্ট্রিট, বিধান সরণি, কলেজ স্ট্রিটে যান নিয়ন্ত্রণ করা হবে। বিবি গাঙ্গুলি স্ট্রিট, বেন্টিঙ্ক স্ট্রিটেও যান নিয়ন্ত্রণ করা হবে। তালিকায় আছে বেবোর্ন রোড, স্ট্র্যান্ড রোড, নিউ সিআটি রোড, রবীন্দ্র সরণীও। ভোর থেকে শহরে ঢুকবে না কোনও পণ্যবাহী গাড়ি।

(৩ পাতার পর)

মমতার নির্দেশ বাদল অধিবেশনে সোচ্চার হতে চলেছে ইন্ডিয়া জোট

অধিবেশনে মমতার তোলা অভিযোগ নিয়ে সোচ্চার হওয়ার সিদ্ধান্ত নিল ইন্ডিয়া জোটে শরিকরা। শনিবার রাতে ভারচুয়াল বৈঠকে জোটের ২৪ দলের শীর্ষনেতৃত্ব অংশ নেন। তৃণমূলের তরফে ছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এছাড়াও কংগ্রেসের পক্ষে সোনিয়া ও রাহুল গান্ধী, দলের সর্বভারতীয় সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে, এনসিপি (এসপি)র শরদ পাওয়ার, ঝাড়খন্ড ও জম্মু কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সরেন এবং ওমর আবদুল্লা, আরজেডির তেজস্বী যাদব, সিপিএমের এম অ বেবি সহ বাম ও শরিক দলের শীর্ষনেতৃত্ব।

সিনেমার খবর

বাংলা ভাষা বিতর্ক, তোপের মুখে প্রসেনজিতের দুঃখ প্রকাশ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

মুম্বাইয়ে হিন্দি সিনেমা 'মালিক' -এর সংবাদ সম্মেলনে মঞ্চে পরিচালক, প্রযোজক, অভিনেতার পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন ওপার বাংলার অভিনেতা প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়। সে দিনের অনুষ্ঠানের পর সিনেমার থেকেও সবচেয়ে বেশি যা নিয়ে চর্চা হয়েছে, তা প্রসেনজিতের একটি বক্তব্য।

সাংবাদিকের বাংলায় করা প্রশ্নে প্রসেনজিৎ বলেন, 'এখানে বাংলায় প্রশ্ন করছেন কেন?' যা নিয়ে চলতে থাকে নানা আলোচনা। এই বক্তব্য নিয়ে টানা কয়েকদিনের আলোচনা-সামালোচনার পর অবশেষে নিজের অবস্থান পরিষ্কার করেছেন প্রসেনজিৎ।

সামাজিক মাধ্যমে তিনি লেলিখেছেন, 'কিছু দিন হলো আমার একটা কথা, বলা ভালো একটা বাক্য সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। সেটা নিয়েই কিছু বলতে চাই। আমি ৪২ বছর মূলত বাংলায় কাজ করছি। গত কয়েক বছর জাতীয় স্তরে কাজ করার সুযোগ এসেছে। সেরকমই একটা হিন্দি সিনেমার ট্রেলার মুক্তি উপলক্ষে ১ জুলাই মুম্বাইয়ের সাংবাদিক সম্মেলন হয়েছিল। ডায়াসে যারা ছিলেন ছবির পরিচালক, শিল্পী, অন্যান্যরা সবাই প্রথম থেকেই মূলত ইংরেজিতেই কথা বলছিলেন। সেখানেই বাংলার একজন সাংবাদিক আমায় বাংলায় প্রশ্ন করেন। তিনি আমার দীর্ঘদিনের পরিচিত, অত্যন্ত স্নেহের পাত্রী।'

তিনি আরও লিখেছেন, 'সেই মুহূর্তে আমার মনে হয়েছিল বাংলায় উত্তর দিলে হয়তো অনেকে সঠিক মানে বুঝতে পারবেন না। যেহেতু ওখানে বাংলা ভাষা বোঝেন না এমন মানুষের সংখ্যাই বেশি। তাই খানিকটা বাধ্য হয়েই আমি ওকে বলি যে বাংলা ভাষায় কেন প্রশ্ন করছেন?'

অভিনেতার মতে, সামাজিক মাধ্যমে শুধুমাত্র একটা সেনটেন্স তুলে ধরেই বিচার করা হচ্ছে তাকে। তাই হয়তো অনেকেই ওই কথায় আঘাত পেয়েছেন। তবে এমন ঘটনা যে ঘটতে পারে ভাবতেও পারেননি অভিনেতা।

তার কথায়, 'কষ্ট আমিও পেয়েছি, এখনো পাচ্ছি। কারণ, এই কথার এরকম প্রতিক্রিয়া হতে পারে ভাবতেই পারিনি। হয়তো কয়েকটা ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করে আমার বলা কথার উদ্দেশ্যটা আমি বোঝাতে পারিনি। আর আমার ধারণা সেখান থেকেই ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে।'

প্রসেনজিৎ বলেন, 'এমনটা দুঃস্বপ্নেও ভাবতে পারিনি। বাংলা আমার প্রাণের ভাষা। ভালোবাসার ভাষা। তবে চিরকাল আমার কাছে বাংলার মানুষের বিচার শিরোধার্য। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এই ধারণা অটুট থাকবে। তবে শেষে যেটা না বললেই নয়, আমি এইটুকু বুঝেছি, আমার বলা কথায় আপনাদের যথেষ্ট আঘাত লেগেছে। তাই আমি দুঃখিত।'

আশা ভোঁসলের মৃত্যুর গুজব, চটেছেন ছেলে

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভারতীয় কিংবদন্তি সংগীতশিল্পী আশা ভোঁসলে। ৯১ বছর বয়সি এই শিল্পীকে এখনো বিভিন্ন অনুষ্ঠানে দেখা যায়। আকস্মিকভাবে গুঞ্জন ছড়িয়েছে, মারা গেছেন বরেণ্য এই শিল্পী। অথচ খবরটি পুরোপুরি ভুয়া। আশা ভোঁসলে দিব্যি সুস্থ আছেন। মায়ের মৃত্যুর গুজবে ত্যক্ত-বিরক্ত তার ছেলে আনন্দ ভোঁসলে।

জানা যায়, গুজবের শুরু হয় ফেসবুকের মাধ্যমে। দেখা যায়- ফুল দিয়ে সাজানো আশার একটি ছবি শেয়ার করেন শাবানা নামের এক নারী। পরবর্তীতে পোস্টটি মুছেও দেওয়া হয়। সেই পোস্টে লেখা ছিল, 'বিখ্যাত গায়িকা আশা ভোঁসলে আর নেই, একটি সংগীত যুগের অবসান।'

আর যা দেখে রীতিমতো বিচলিত হয়ে পড়েন কিংবদন্তী এই গায়িকার অনুরাগীরা। সে খবরের প্রতিক্রিয়া জানিয়ে ছেলে আনন্দ ভোঁসলে ভারতীয় গণমাধ্যমে বলেছেন, 'এটা ভুয়া খবর। তিনি ভালো আছেন।' কীভাবে এই মৃত্যুসংবাদ ছড়াল, তিনিও জানেন না।

উল্লেখ্য, গত মাসেও একাধিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন আশা। রেখার ১৯৮১ সালের ছবি 'উমরাও জান'-এর প্রিমিয়ারেও উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া গত ২৭ জুন ছিল রাহুল দেববর্মনের ৮৫তম জন্মদিনের অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে সংগীত পরিবেশনও করেন আশা।

পরিচালকের সঙ্গে পরকীয়া, অন্তঃসত্ত্বা ও ৭৫ লাখ দাবি: 'বাহুবলীর রাজমাতার' পুরনো বিতর্ক ফের চর্চায়

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

'বাহুবলী' সিনেমায় রাজমাতার চরিত্রে অভিনয় করে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পাওয়া দক্ষিণী অভিনেত্রী রামায়া কৃষ্ণান একসময় প্রেম, অন্তঃসত্ত্বা হওয়া ও গর্ভপাত সংক্রান্ত বিতর্কে তুমুল আলোচনায় এসেছিলেন। বিষয়টি ঘিরে দীর্ঘদিন ধরে চলে নানা গুঞ্জন ও বিতর্ক, যা এখনও ভক্ত ও চলচ্চিত্র অনুরাগীদের মাঝে চর্চার বিষয়।

ভারতীয় গণমাধ্যমের খবরে বলা হয়, ১৯৯৯ সালে পরিচালক কে এস রবি কুমারের সঙ্গে একটি সিনেমায় কাজ করতে গিয়ে তাদের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। রবি ছিলেন বিবাহিত, আর রামায়া তখন অবিবাহিত। এই অসম সম্পর্ক সামনে আসতেই পরিচালক রবি কুমারের স্ত্রীর তীব্র আপত্তি ও হুমকির মুখে পড়েন রামায়া।

পরবর্তীতে গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়ে, রামায়া অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়েছেন এবং রবি কুমার তার দায়িত্ব স্বীকারে অস্বীকৃতি জানান। এতে রামায়ার সঙ্গে সম্পর্ক ভেঙে যায়। একপর্যায়ে গর্ভপাত করেন রামায়া এবং তার জন্য পরিচালকের কাছে ৭৫ লাখ টাকা দাবি করেন বলে খবর প্রকাশিত হয়।

তবে এ সম্পর্ক, অন্তঃসত্ত্বা হওয়া কিংবা গর্ভপাতের বিষয়টি পরবর্তীতে উভয়েই অস্বীকার করেন। ২০০৩ সালে রামায়া কৃষ্ণান পরিচালক কৃষ্ণা বামসিকে বিয়ে করেন। বর্তমানে তাদের একমাত্র সন্তান হৃত্বিক কৃষ্ণানকে নিয়ে সংসার করছেন এই অভিনেত্রী।

আবারও ইংলিশ ফুটবলে ফিরছেন হেন্ডারসন

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

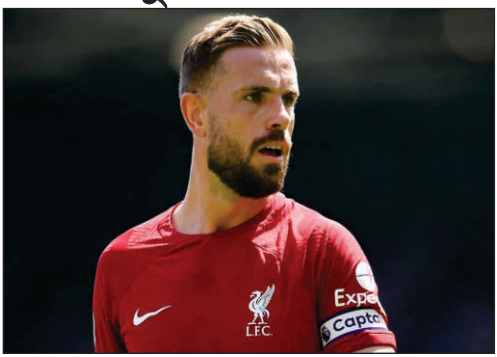

লিভারপুলের সঙ্গে দীর্ঘ এক যুগের সম্পর্কের ইতি টেনে জর্ডান হেন্ডারসন সৌদি আরবের ক্লাব আল ইত্তিফাকে যোগ দিয়েছিলেন। এরপর তার ইউরোপিয়ান ফুটবল অধ্যায় শেষ বলেই ধরে নিয়েছিল অনেকে। তবে দুই বছর না যেতেই আবার ইংলিশ ফুটবলে ফিরছেন এই মিডফিল্ডার।

সূত্রের খবর- আয়াক্স ছেড়ে ব্রেন্টফোর্ডে যোগ দিতে যাচ্ছেন হেন্ডারসন। প্রিমিয়ার লিগের ক্লাবটির সঙ্গে তার দুই বছরের চুক্তি হতে যাচ্ছে বলে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে।

লিভারপুলের হয়ে একটি করে প্রিমিয়ার লিগ ও চ্যাম্পিয়ন্স লিগসহ অনেকগুলো শিরোপা জিতে ২০২৩ সালের জুলাইয়ের শেষ দিকে সৌদি প্রো লিগের ক্লাব আল ইত্তিফাকে যোগ দেন হেন্ডারসন। তবে সেখানকার সময়টা ভালো কাটেনি তার।

ছয় মাস পরই সৌদি ফুটবলের পাঠ চুকিয়ে ২০২৪ সালের জানুয়ারিতে আয়াক্সে যোগ দেন তিনি। তবে 'পারস্পরিক সমঝোতায়' এক বছর আগেই সেই চুক্তি শেষ করেছে দুই পক্ষ। গণমাধ্যমের খবর, ইউরোপের কয়েকটি বড় ক্লাবও হেন্ডারসনকে পেতে আগ্রহী ছিল কিন্তু ব্রেন্টফোর্ডকে বেছে নিয়েছেন ৩৫ বছর বয়সী ফুটবলার।

প্রায় দেড় বছর জাতীয় দলের বাইরে থাকার পর, গত মার্চের বিশ্বকাপ বাছাইয়ের ম্যাচে তাকে দলে ডাকেন ইংল্যান্ড কোচ টমাস টুখেল। আর এখন প্রিমিয়ার লিগে খেলে কোচের আগামী বিশ্বকাপ দলের ভাবনাতেই ভালোভাবে থাকতে পারবেন জর্ডান হেন্ডারসন।

ইংল্যান্ড জাতীয় দলের হয়ে এখন পর্যন্ত ৮৪টি ম্যাচ খেলেছেন তিনি। তবে ২০২৪ সালের ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের দলে ছিলেন না তিনি। আগামী কয়েক দিনের মধ্যে ব্রেন্টফোর্ডের সঙ্গে হেন্ডারসনের চুক্তির আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হবে, লিখেছে বিবিসি। গত মৌসুমে ৫৬ পয়েন্ট নিয়ে দশম হয়ে প্রিমিয়ার লিগ শেষ করে ব্রেন্টফোর্ড।

খাদ্যে বিষক্রিয়ায় ৬ কেজি ওজন কমেছে এমবাপ্পের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপে অংশ নিতে যুক্তরাষ্ট্রে পা রাখার পরপরই অসুস্থ হয়ে পড়েন রিয়াল মাদ্রিদের তারকা ফরোয়ার্ড কিলিয়ান এমবাপ্পে। শুরুতে ছিল বমি ভাব ও জ্বর, পরে যুক্ত হয় পেটব্যথা। শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটায় হাসপাতালে ভর্তি হতে হয় এই ফরাসি তারকাকে। ফলে গ্রুপ পর্বের কোনো ম্যাচে মাঠে নামতে পারেননি তিনি।

পরিস্থিতির সামান্য উন্নতি হলে হাসপাতাল ছাড়েন এমবাপ্পে এবং এরপর বদলি হিসেবে দুটি ম্যাচ খেলেন। তবে এমবাপ্পের অসুস্থতার প্রকৃত কারণ এতদিন অজানা ছিল। অবশেষে ফরাসি ক্রীড়া দৈনিক লেকিপ জানিয়েছে, খাদ্যে বিষক্রিয়াই এমবাপ্পের অসুস্থতার মূল কারণ।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার আগে মুরগির মাংস খেয়েছিলেন এমবাপ্পে। তাতে থাকা এক ধরনের ব্যাকটেরিয়া পাকস্থলীতে সংক্রমণ ঘটায়। এর ফলেই সৃষ্টি হয় বিষক্রিয়া। শরীরে পানি ঘাটতি দেখা দেওয়ায় মাত্র কয়েক দিনের মধ্যেই তাঁর ওজন ৬ কেজি কমে যায়। হাসপাতালে নেওয়ার পর স্যালাইনের মাধ্যমে তাঁকে সুস্থ রাখার চেষ্টা করা হয়।

এর আগে রিয়াল মাদ্রিদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছিল, এমবাপ্পে ক্লাব বিশ্বকাপ শুরুর সময় থেকেই তীব্র গ্যাস্ট্রোএন্টেরাইটিসে আক্রান্ত। তিনি এতটাই দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন যে হোটেল রুম থেকেও বের হতে পারছিলেন না।

তবে ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে ওঠেন এই তারকা ফুটবলার। ফেরার পর শেষ ষোলো ও কোয়ার্টার ফাইনালে বদলি হিসেবে মাঠে নামেন তিনি। বরুসিয়া ডর্টমুন্ডের বিপক্ষে দুর্দান্ত এক গোল করে রিয়ালকে তুলে দেন ক্লাব বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে।

আজ রাতেই ফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে নামবে রিয়াল মাদ্রিদ, প্রতিপক্ষ এমবাপ্পের সাবেক ক্লাব প্যারিস সাঁ জার্মাঁ (পিএসজি)। রিয়াল ভক্তদের আশা, গুরুত্বপূর্ণ এই ম্যাচে এবার শুরু থেকেই মাঠে দেখা যাবে সুস্থ হয়ে ওঠা কিলিয়ান এমবাপ্পেকে।

আইপিএলে টিকিট দুর্নীতি, হায়দরাবাদ ক্রিকেটের সভাপতি গ্রেফতার

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভারতের হায়দরাবাদ ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের (এইচসিএ) সভাপতি জগন মোহন রাওকে গ্রেফতার করেছে দেশটির সিআইডি। আইপিএলের শেষ মৌসুমে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের ম্যাচের টিকিট বিক্রি নিয়ে অনিয়মের অভিযোগেই এই পদক্ষেপ।

আইপিএল চলাকালে হায়দরাবাদের রাজীব গান্ধী ইন্টারন্যাশনাল স্টেডিয়ামে সানরাইজার্সের হোম ম্যাচের টিকিট বিতরণে স্বচ্ছতা ছিল না বলে অভিযোগ উঠেছিল। তদন্তে নেমে সিআইডি জানতে পারে যে, ক্ষমতার অপব্যবহার করেছেন প্রেসিডেন্ট জগন মোহন রাও। এরপরই তাকে গ্রেফতার করা হয়।

সানরাইজার্স হায়দরাবাদ ফ্র্যাঞ্চাইজির সরাসরি অভিযোগ তোলে এইচসিএর বিরুদ্ধে। অভিযোগে বলা হয়, কমপ্লিমেন্টারি টিকিট নিয়ে তাদের ভয় দেখানো ও ব্ল্যাকমেইল করা হয়েছে। এমনকি ২৭ মার্চ লক্ষ্ণৌ সুপার জায়ান্টসের বিপক্ষে ম্যাচের আগে দলটির মালিক সঞ্জীব গোয়েঙ্কার জন্য বরাদ্দ করা এফথ্রি কর্পোরেট বক্স তালাবদ্ধ করে দেওয়া হয়।

ঘটনার গুরুত্ব বুঝে তড়িঘড়ি করে ভিজিল্যান্স তদন্তের নির্দেশ দেন তেলঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী রেবন্ত রেড্ডি। তদন্তে স্পষ্ট হয় যে, এইচসিএ সভাপতি জগনের আচরণ পদের অপব্যবহারের শামিল এবং তার হস্তক্ষেপে ফ্র্যাঞ্চাইজির স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

এই কেলেঙ্কারির পেছনে কেবল ক্ষমতার অপব্যবহার নয়, বোর্ড ও ফ্র্যাঞ্চাইজির পারস্পরিক টানাপোড়েনও বড় কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ফলে আইপিএলের মতো মঞ্চে আবারও দুর্নীতির কালো ছায়া নেমে আসে।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR